বা বিষ্ণুগুপ্তের ছিল না। তাঁদের দুর্বলতার ফলে মৌখরি ও পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের রাজনৈতিক প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

মৌখরি ঈশানবর্মা ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই উত্তরপ্রদেশ হতে গুপ্ত আধিপত্য উচ্ছেদ করেন। ওই বছরে উৎকীর্ণ তাঁর হরাহা লেখে তিনি অন্ধ্র বা বিষ্ণুকুণ্ডী, শুলিক বা ওড়িশার শুল্কি[১] এবং গৌড় বা বাংলার আঞ্চলিক রাজাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের দাবি করেছেন। পূর্ব-পুরুষদের মহারাজ পদবির পরিবর্তে তিনি আড়ম্বরপূর্ণ মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন। নিজের নামে মুদ্রাও তিনি উৎকীর্ণ করেন। প্রায় একই সময় বিহারেও গুপ্তপ্রভুত্বের অবসান হয়। বিহার থেকে মৌখরিরাজ ঈশানবর্মা গুপ্তদের উচ্ছেদে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। আনুমানিক ৫৫২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ নন্দন গয়া অঞ্চলে এক নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলাও স্বাধীন হল। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব সেখানে ৫২৫ থেকে ৫৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পর পর রাজত্ব করেন। ফরিদপুর, বর্ধমান ও বালেশ্বর জেলায় এই রাজাদের অভিলেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। মহারাজাধিরাজ উপাধিধারী সমাচারদেবের সুবর্ণমুদ্রাও পাওয়া গেছে।

আয়তনে সংকুচিত হয়ে গুপ্তরাজ্য শেষ পর্যন্ত উত্তর বাংলা ও দক্ষিণ ওড়িশায় সীমাবদ্ধ হয়। ৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ মহারাজাধিরাজ বিষ্ণুগুপ্তের আমলের একখানি তাম্রলেখ উত্তর বাংলার দামোদরপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে অথচ গুপ্তরাজত্বকালে উৎকীর্ণ আর একখানি তাম্রলেখ গঞ্জাম জেলার সুমণ্ডল গ্রামে পাওয়া গেছে। মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র সম্ভবত গুপ্তসম্রাট বিষ্ণুগুপ্ত বা তাঁর উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করে উত্তর বাংলা অধিকার করেন। ৫৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই শম্ভুযশ দক্ষিণ ওড়িশায় গুপ্তরাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হতে গুপ্তরাজবংশের চিরপ্রস্থান ঘটল।

সাম্রাজ্যের পতনের কারণ : বস্তুত, একটি বা দু'টি নয়, গুপ্তরাজ্যের পতনের জন্য বেশ কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা যায়।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিঃসন্দেহে গুপ্তরাজ্যের পতনের এক প্রধান কারণ। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষপর্ব থেকেই গুপ্তরাজ্যে বহিঃশত্রুর আনাগোনা শুরু হয়। পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্র বা যুধ্যমিত্রদের আক্রমণে গুপ্তরাজ্যের পতন আসন্ন হয়ে ওঠে। রাজপুত্র স্কন্দগুপ্ত শেষ পর্যন্ত শত্রুদের বিতাড়িত করে ধ্বংসের হাত থেকে গুপ্তরাজ্যকে রক্ষা করেন। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে হূণরা গুপ্তরাজ্য আক্রমণ করলেও তাঁদের ব্যর্থতা বৈ সাফল্য আসেনি। কিন্তু ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে নতুন উদ্যমে তাঁরা পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ পর্যন্ত নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য হূণদের পরাজিত করেন সত্য কিন্তু হূণদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে অপূরণীয় শক্তি ও অর্থের অপচয় হয়। গুপ্তরাজ্য তো দুর্বলই ছিল, তার উপর যখন যশোধর্মা তীব্র আঘাত হানলেন, সে আঘাত তাকে শক্তিশেলের মতো বিদ্ধ করল।

দুর্বল নেতৃত্ব গুপ্তরাজ্যের পতনের আর একটি কারণ। রাজাই রাজ্যের প্রাণ। রাজা শক্তিমান ও বিচক্ষণ হলে যেমন রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি, রাজা দুর্বল হলে রাজ্যের জরা ও লয়। স্কন্দগুপ্তের পর যাঁরা গুপ্তসিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই দুর্বল ও অপরিণামদর্শী ছিলেন। শক্ত হাতে রাজ্যের হাল ধরার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। ফলে তাঁদের রাজত্বে গুপ্তরাজ্যের অবনতিই ত্বরান্বিত হয়েছে।

১. হরাহা লেখে উল্লিখিত শুলিকদের পরিচয় সম্পর্কে বিদ্বজ্জনেরা আরও কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

প্রাদেশিক শাসকদের উচ্চাভিলাষ গুপ্তসাম্রাজ্যের বিকাশের পথ রোধ করে। সেনাপতি ভটার্ককে সম্ভবত স্কন্দগুপ্ত গুজরাতের প্রদেশপালের পদে নিয়োগ করেন। ভটার্ক গুপ্তদের প্রতি অনুগত থাকলেও তাঁর পুত্র ও পৌত্ররা কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে গুজরাতে কার্যত স্বাধীন মৈত্রক রাজ্য স্থাপন করেন। গুপ্তরাজ্য ভাঙার আন্দোলনের সেই শুরু। ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে নন্দন নামে আর এক প্রশাসক কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি ছিলেন একজন কুমারামাত্য কিন্তু সুযোগ বুঝে ৫৫২ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে গয়া অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মনে রাখা দরকার, গুপ্তরাজ্যে আমলা বিদ্রোহ দু'এক বারই ঘটেছে, ফলে রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে এর কোনও বড় ভূমিকা ছিল বলে মনে হয় না।

মৌখরি, পরবর্তী গুপ্ত, মান ও বাংলার আঞ্চলিক রাজাদের অভ্যুত্থান গুপ্তরাজ্যের পতনের আর একটি প্রধান কারণ। ঈশানবর্মা বিহার ও উত্তরপ্রদেশে, কুমারগুপ্ত পূর্ব মালবে, শম্ভুযশ দক্ষিণ ওড়িশায় এবং গোপচন্দ্ররা পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। উত্তর বাংলা থেকেও গোপচন্দ্ররা গুপ্তদের বিতাড়িত করেন। অথচ মূল গুপ্তরাজ্য বলতে একদিন এই সব অঞ্চলই বোঝাত।

গুপ্তরাজপরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে এর শুরু হয় এবং প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর থেকে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। পুরুগুপ্তের পর তাঁর চার পুত্র পর পর রাজত্ব করেন। অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়া এই অস্বাভাবিক ঘটনার অন্য কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। পারিবারিক কলহে গুপ্তরাজ্যের সংহতি মাঝে মাঝে বিপন্ন হয়েছে, কিন্তু কখনও বিনষ্ট হয়নি। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজকুমার মূল রাজ্য থেকে বেরিয়ে নতুন রাজ্য গঠন করেছেন, এরকম ঘটনা গুপ্ত ইতিহাসে ঘটেনি। মনে হয়, পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব গুপ্তরাজ্যের পতনের কোনও বড় কারণ নয়।

শেষের দিকের গুপ্ত রাজাদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষান্তরের ঘটনাকে কেউ কেউ গুপ্তরাজ্যের পতনের এক গুরুত্বপূর্ণ কারণরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের যুক্তি, বৌদ্ধধর্মের অহিংসা-নীতি রাজাদের নিষ্ক্রিয় করে, ফলে সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যর্থতার পরিচয় দেন। এ মত সমর্থন করা যায় না। প্রথমত, শেষপর্বের সকল গুপ্ত রাজাই বৌদ্ধ ছিলেন, এ ধারণা ঠিক নয়। তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্যরা বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু বৈন্যগুপ্ত, তৃতীয় কুমারগুপ্ত এবং বিষ্ণুগুপ্তের মতো রাজারা সম্ভবত বৈষ্ণব ছিলেন। দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধধর্ম রাজাকে দুর্বল করে, এ ধারণা কাল্পনিক। গুপ্তযুগের পূর্বে ও পরে ভারতে অনেক পরাক্রান্ত রাজা জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ ছিলেন।

রামশরণ শর্মা মনে করেন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শে গুপ্তরাজ্য গড়ে ওঠায় রাজশক্তি সেখানে প্রথম থেকেই দুর্বল ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি সমকালীন লেখের কথা বলেছেন যেখানে ভূস্বামী বা রাজকর্মচারীর ভূমিদানের বর্ণনা আছে, কিন্তু রাজাজ্ঞার কোন উল্লেখ নেই। তিনি আরও বলেন, ভূমিদানের সময় রাজা গ্রহীতার স্বার্থে তাঁর যাবতীয় অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার প্রত্যাহার করতেন। তাঁর অভিমত, প্রজারা সরাসরি রাজকোষে খাজনা জমা দিতেন না, মধ্যবর্তীদের উপর সরকারি খাজনা আদায়ের ভার ছিল।

এই মতের বিপক্ষে অনেক কিছুই বলার আছে। প্রথমত, যে লেখগুলির উপর নির্ভর করে অধ্যাপক শর্মা তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন, একটি বাদে সেগুলির সবই মধ্যপ্রদেশের। তখন মধ্যপ্রদেশে গুপ্তরাজত্বের অবসান ঘটেছে, তার বদলে নতুন নতুন স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ওই সকল লেখে গুপ্ত রাজাদের উল্লেখ না থাকাই স্বাভাবিক। আর যেটিও বা গাঙ্গেয় ভূভাগের, সেটি উৎকীর্ণ করেছেন নন্দন নামে জনৈক ব্যক্তি। তিনি তখন আর গুপ্তদের অধীনস্থ কোনও কর্মচারী নন, এক স্বাধীন রাজা। দ্বিতীয়ত, গুপ্তলেখে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, গুপ্তরাজ্যে সরকারি অনুমোদন ছাড়া জমির হস্তান্তর হত না। তৃতীয়ত, রাজা ভূমিদান করতেন এবং গ্রহীতার অনুকূলে কিছু কিছু অর্থনৈতিক অধিকার ছাড় দিতেন কিন্তু সারা রাজ্যের তুলনায় প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ এতই ক্ষুদ্র যে তাঁর বাৎসরিক আয়ের উপর এই ছাড়ের প্রভাব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ছিল। চতুর্থত, মধ্যবর্তীদের মাধ্যমে সরকার খাজনা আদায় করতেন, এ মত সমর্থনযোগ্য নয়। তখনকার দিনে পুস্তপাল, চাট, ভট প্রভৃতি শ্রেণির কর্মচারীদের উপর সাধারণত খাজনা আদায়ের দায়িত্ব ছিল।

গুপ্তরাজ্যের পতনে অর্থনৈতিক কারণের বেশ বড় ভূমিকা আছে। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মালবে গুপ্ত আধিপত্যের অবসান হয়। মালব যেন দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তরে আসার প্রবেশদ্বার। দক্ষিণ ভারতের বন্দর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলি এই মালবের পথেই উত্তর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল। মালব গুপ্তদের হাতছাড়া হওয়ায় দক্ষিণের সঙ্গে উত্তরের ব্যবসা-বাণিজ্যে গুপ্তরাজ্যের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয়। তাছাড়া ৫ম শতকের শেষের দিকে এবং পরবর্তী শতকের প্রারম্ভে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে গুপ্তরাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বস্তুত, একদিকে দক্ষিণা রাজ্যগুলি এবং অপরদিকে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক অবনতির ফলে গুপ্তরাজ্যে গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। গুপ্তযুগের শেষ পর্যায়ের স্বর্ণমুদ্রায় এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সুস্পষ্ট আভাস আছে। সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মতো আদিপর্বের রাজারা যে স্বর্ণমুদ্রা উৎকীর্ণ করেছেন, তাতে খাদের পরিমাণ দশ শতাংশ। পক্ষান্তরে, শেষ পর্বের রাজাদের মুদ্রায় খাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ঘোর অর্থনৈতিক সংকটের এ এক বাস্তব চিত্র।

সমস্যা যেখানে সমাধানের পথ খুঁজে না পায়, সংকট সেখানে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে। ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের জীবনে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। গুপ্তরাজ্যের ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটেছিল।

গ্রন্থপঞ্জি

Allan, J. : *Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasties and of Śaśāṅka, King of Gauḍa in the British Museum* (London, 1914).

Altekar, A. S. : *Coinage Of The Gupta Empire* (Varanasi, 1957).

Banerji, R. D. : *The Age Of The Imperial Guptas* (Banaras, 1933).

Basak, R. G. : *The History Of North-Eastern India* (Calcutta, 1967).

Chattopadhyaya, S. : *Early History Of North India* (Calcutta, 1968).

Ganguly, D. K. : *The Imperial Guptas And Their Times* (New Delhi, 1987).

Goyal, S. R. : *A History Of The Imperial Guptas* (Allahabad, 1967).

Gupta, P. L. : *The Imperial Guptas, I* (Varanasi, 1974).

Majumdar, R. C. (Ed.) : *The Vākāṭaka-Gupta Age* (Lahore, 1946); *The Classical Age* (Bombay, 1962); *A Comprehensive History Of India, III, Part I* (New Delhi, 1981).

Raychaudhuri, H. C. : *Political History Of Ancient India* (Calcutta, 1953).

Williams, J. G. : *The Art Of Gupta India : Empire and Province* (New Delhi, 1983).

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner